STEPPING STONE
SCHOOL (HIGH)

Class- V

Sub- 2nd language (Bengali)

Time- 30minutes

Topic- prose

Date- 01/07/2020

Worksheet- 28

নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর লেখো। 2nd language বাংলার জন্য তোমাদের দুটি খাতা হবে, একটি টেক্সট বই-এর জন্য এবং অন্যটি ব্যাকরণের জন্য। দুটি খাতাই হবে দু-দিকে single ruled খাতা। আজকের বিষয়টি তোমরা টেক্সট বই এর জন্য যে খাতা সেই খাতায় লিখবে। লেখা শুরুর সময় পৃষ্ঠার উপরে অবশ্যই ওয়ার্কশীট নম্বর এবং তারিখ দেবে। তোমরা Blue gel পেন দিয়ে লিখবে। লেখা যাতে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হয় সে বিষয়ে যত্নবান হবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠার সূচিপত্রটি অবশ্যই পূরণ করবে।

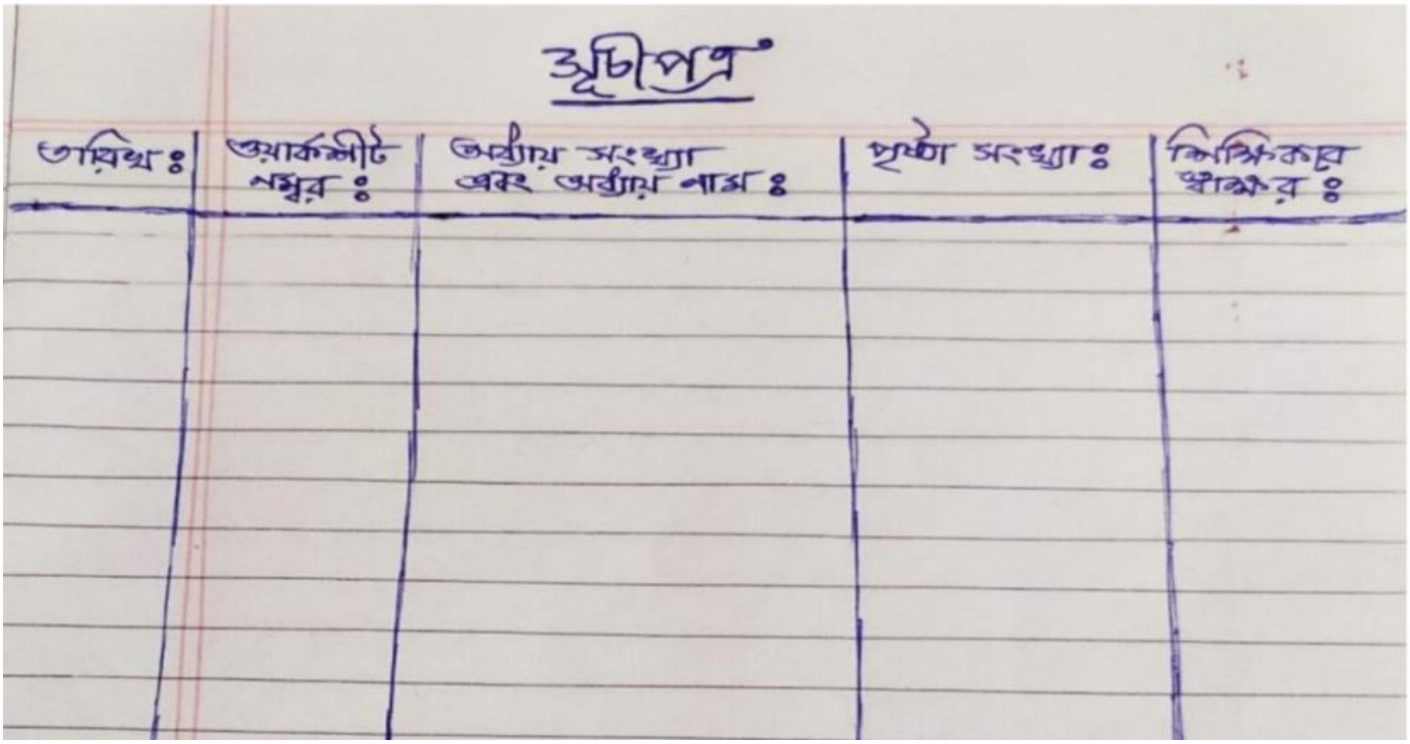

আজ আমরা পড়বো তোমাদের টেক্সট বই অর্থাৎ 'সঞ্চয়িতা' বইয়ের দ্বিতীয় গদ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ডাকাতে কালাদীঘি'-র শেষাংশ। "এমতো সময় পালকির..." থেকে "...আমি কাঁদিয়া উঠিলাম" পর্যন্ত। পৃষ্ঠা-১৮.

ডাকাতে কালাদীঘি

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবার সরোবরের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম— এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গে দুজন স্ত্রীলোক— উভয়েই জলে। কী করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না।

এমত সময় পালকির অপরপার্শ্বে কী একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষ হইতে কিছু গুরুপদার্থ পড়িল। আমি সেদিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য! ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, এই সময় দ্বার খুলিয়া রাখাই ভালো। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন! এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পালকি কাঁধে উঠাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে ছুটিল। তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কী করি? পালকির উভয় দ্বার উন্মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের সকল লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পালকির পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে বহু সংখ্যক দস্যু লাফাইয়া পড়িয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্তই হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল— তাহাতে পালকি হইতে নামিলে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষত একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে "নামিবি তো মাথা ভাঙিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান অগ্রসর হইয়া পালকি ধরিল, তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষীগণ নিরস্ত্র হইল। বাহকেরা আমাকে নির্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পালকি নামাইল। দেখিলাম, যেখানে নামাইল, সে স্থান নিবিড় বন— অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে দাও, নইলে প্রাণে মারিব।" আমার অলঙ্কার-বস্ত্রাদি সকল দিলাম— অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই— তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্বস্ব লইয়া পালকি ভাঙিয়া রুপা খুলিয়া লইল।

পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্ন মাত্র লোপ করিল।

সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে দস্যুরা আমাকে বন্য পশুদিগের হাতে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম।

প্রথমে আমরা দেখে নেবো আলোচ্য অংশটির মাধ্যমে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন।

মূল বক্তব্য:-

গল্পকথক যখন পালকির মধ্যে একাকী বসে আছেন, এমত অবস্থায় পালকির অন্যপাশে কিছু একটা বিকট শব্দ হলো। মনে হলো পাশের বটবৃক্ষ থেকে কিছু একটা পড়লো। ঠিক তাই, কথক পালকির কপাট খুলে দেখলেন যে, একটা কালো বিশাল আকারের মানুষ। তারপর গাছের উপর থেকে একে একে এই রকম চারজন লাফিয়ে পড়লো। কথক বুঝতে পারলেন তিনি দস্যুদের হাতে পড়েছেন। দস্যুদের দেখতে পেয়ে পালকি বাহক, দারোয়ানেরা তাদের পিছনে ধাওয়া করলো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না, কারণ

আরো অনেক দস্যু লাফিয়ে পড়ে কথকের পালকি নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। তাদের হাতে বাঁশের লাঠি, গাছের ডাল ইত্যাদি। পিছনে বাহক ও দারোয়ানরা ছুটেও রক্ষা করতে পারলো না। রাত্রি এক প্রহরে দস্যুরা একটি অন্ধকার জায়গায় এনে পালকিটা নামালো। তারপর কথক কে বলল তার যা কিছু আছে সব তাদের দিয়ে দিতে। কথক তার সমস্ত অলংকার ও মূল্যবান বস্ত্র দস্যুদের দিয়ে দিলেন। এরপর দোস্যুরা পালকিটি আগুনে পুড়িয়ে দিল এবং রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের পশুদের হাতে কথক কে একাকি ছেড়ে দিল। ভয় পেয়ে গল্পকথক কেঁদে উঠলেন।

এখন আমরা গল্পের যে অংশটি পড়লাম তার অন্তর্গত কিছু শব্দার্থ ও বানান দেখে নেবো।

শব্দার্থ:-

সুকোমল- নরম

শ্যামল- সবুজ

মৃত্তিকা- মাটি

নভস্থল- আকাশ

নিবিড়- ঘন

পুনশ্চ- পুনরায়

উড্ডীন- উড়ন্ত

নিরস্ত- বিরত

অঙ্গ- দেহ

শিবিকা- পালকি

বানান:-

বটবৃক্ষ

কৃষ্ণবর্ণ

পুনশ্চ

ঊর্ধ্বশ্বাসে

শীঘ্র

নির্বিঘ্নে

অলংকার

এবার তোমরা উপরের এই শব্দার্থ ও বানান গুলি মুখস্থ করে নির্দিষ্ট খাতায় লেখো।